দৈনিক ইত্তেফাক

240

DEC. 03 1999

তারিখ ... DEC. 03 1999 ... ...
পৃষ্ঠা ৪ ... কলাম ... ৩ ......

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪০তম সমাবর্তন প্রসঙ্গে

সমাবর্তনের শাব্দিক অর্থ যাহাই হউক না কেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন বলিতে মূলতঃ ছাত্র-ছাত্রীদের উপাধি বিতরণের সভাকেই বুঝাইয়া থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রী লাভ করার পর একজন শিক্ষার্থী যখন এ ধরনের অনুষ্ঠানে যোগদান করে, মহামান্য চ্যান্সেলর মহোদয়ের নিকট হইতে প্রাচীন প্রথানুযায়ী কালো গাউন এবং শিরস্ত্রাণ পরিধান করিয়া শিক্ষা জীবনের মূল সনদপত্র গ্রহণ করে তখন তাহার মত পরম আনন্দ এবং স্মৃতি অন্ততঃ শিক্ষার্থীদের জন্য আর কিছু হইতে পারে না। সুদীর্ঘ ২৯ বৎসর পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এরূপ উদ্যোগ বাস্তবিকই প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের প্রাণে খুশীর জোয়ার আনিয়াছে। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় যে, আগামী ১৮ই ডিসেম্বর শনিবারের ঐ আনন্দ-ঘন মুহূর্তটি উপভোগ করার মত সুযোগ কেবল ১৯৯৬-৯৭ শিক্ষাবর্ষে ডিগ্রী অর্জনকারীদেরকেই দেওয়া হইয়াছে। ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডিগ্রী লাভকারী বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী এত সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইবেন। স্বাধীনতার পর আমার মত যে সকল ছাত্র-ছাত্রী ভাই-বোনেরা ঐ সমাবর্তনের আনন্দ লাভের প্রত্যাশায় মূল সনদপত্র এ যাবৎ উত্তোলন করেন নাই, তাঁহাদের বাকি জীবনে আর সমাবর্তন ভাগ্যে জুটবে কিনা তাহা আল্লাহ পাকই জানেন। কাজেই এ দেশের বিপুলসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীর মনের আশা পূরণে এই ৪০ তম সমাবর্তনের তারিখ পরিবর্তনপূর্বক সকল ডিগ্রীপ্রাপ্ত প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী সমাবর্তনে অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদানের নিমিত্তে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এবং মহামান্য চ্যান্সেলর মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

মোঃ হাফিজুল ইসলাম চৌধুরী),
উপ-শহর আবাসিক এলাকা,
রাজশাহী-৬২০